R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
১৯শে জুলাই, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে সিদ্ধিকালীতে অন্ধকারের বিভীষিকা নেমে এসেছিল ঃ সি পি এম কর্মীর অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ জুলাই—একদা রাজা রামকৃষ্ণ যে সিদ্ধপীঠে সিদ্ধিলাভ করেন সাধনার মাধ্যমে, সেই পুণ্যপীঠ সিদ্ধিকালীতেই ১৯৭৮ সালে সিদ্ধিলাভ করেন একজন মারকস্‌বাদী কৃষক নেতা মধ্যযুগীয় বর্বরতার মাধ্যমে ; অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করে। তাঁর এই সিদ্ধিলাভের পেছনে ছিল ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের উগ্র মানসিকতা, ক্ষেতমজুর আন্দোলনের নামে ক্ষেতমজুরকে পথে বসাবার হীনমন্যতা। এ অভিযোগ করেছেন সি পি এম-এরই নির্যাতিত একজন কর্মী, যিনি প্রহৃত হয়েছেন দলীয় নেতার হাতে এবং গ্রাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাঁর ভাইকে হতে হয়েছে রঘুনাথগঞ্জের পথের ভিখিরী। যে নেতার বিরুদ্ধে তাঁর এই অভিযোগ তিনি এই থানার সিদ্ধিকালী গ্রামের অনিল খামুরজি। যাঁর বিরুদ্ধে দলীয় কর্মীর অভিযোগ ছাড়াও অভিযোগ উঠেছে একই জমি দু'বার বিক্রীর ও ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত জমির দখল না দেওয়ার। মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, কমরেড অনিল মুখারজি ১৯৭২ সালের ২৫ আগষ্ট সিদ্ধিকালী মৌজার ২৮২ দাগের ৩৫ শতক জমির মধ্যে সাড়ে ষোল শতক বিক্রী করেন (দলিল নং ৬৮৫৩) নবাবজায়গীরের অহাব আলিকে। কমরেড মুখারজি ১৯৭৩ সালের ১২ জুন একই দাগের পুরো জমিটাই (৩৫ শতক)

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দু'টি ট্রেন বন্ধ, যাত্রীদের অসুবিধা

সাগরদীঘি, ১৮ জুলাই—কয়লার অভাবে পূর্ব রেলপথের আজিমগঞ্জ—নলহাটী শাখার ৪ ডাউন নলহাটী—আজিমগঞ্জ ও ১ আপ আজিমগঞ্জ—রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার ৬ জুলাই থেকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে সর্বস্তরের যাত্রী ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রতিবাদ উঠেছে ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিত্যযাত্রীদের পক্ষ থেকে। তাঁদের বক্তব্য, যখন নির্লজ্জের মত প্রকাশ্যে রেলের কয়লা চুরি হয়, অবাধে বাড়ী বাড়ী রেলের কয়লা বিক্রী হয়, তখন কর্তৃপক্ষ থাকেন উদাসীন। আর এখন মজুদ কালো-মাণিকের ভাণ্ডারে টান পড়েছে, তখন যাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা না করেই রেল কর্তৃপক্ষ দুম্ করে দু'টি প্যাসেঞ্জার ট্রেন বন্ধ করে বসে আছেন। বিভিন্ন মহল থেকে অবিলম্বে ট্রেন দু'টি চালুর দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে। আন্দোলন কি রকম হবে, তার কিছুটা ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছে। বলা হয়েছে, বন্ধ ট্রেন দুটি চালু না হলে ৩৮২ আপ আজিমগঞ্জ—অণ্ডাল প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে মাঝপথে আটক করে বিক্ষোভ দেখানো হবে।

পরীক্ষায় বাধাদানের অভিযোগে ২জন গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান, ১৭ জুলাই—পরীক্ষা গ্রহণে বাধাদান এবং মারপিটের অভিযোগে গতকাল সকালে সামসেরগঞ্জ থানার ভাসাই-পাইকর হাই স্কুল ম্যানেজিং কমিটির ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থক বলে কথিত দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবরে জানা গেছে, স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি গঠন নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। দু'পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ সি পি এম সমর্থক অন্য পক্ষ কংগ্রেস (ই)-এর। ইতিমধ্যে ১৫ জুলাই থেকে স্কুলের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা শুরু হয়। প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ গত পরশু কংগ্রেস (ই) সমর্থকরা পরীক্ষা গ্রহণে বাধা দেন। ফলে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জমি জবরদখল ?

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ জুলাই—১৩ জুলাই এই থানার বাড়ালা গ্রামে প্রায় সাড়ে সাত বিঘা জমি বিরোধী পক্ষ বলপূর্বক দখল করেছেন বলে বাড়ালা স্কুলের পিওন গণেশ চ্যাটারজি ১৬ জুলাই রাত সোয়া নটা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন। ডায়েরী (নং ৬২৪) করার সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাঁর আত্মীয় কালনার ডেপুটি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ক্ষেতমজুর ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা : কৃষক সমিতির নেতৃত্বে সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ থানার বীরথম্বা ও সেণ্ডা গ্রামে সরকার নির্ধারিত মজুরির দাবিতে ক্ষেতমজুর ধর্মঘটে ক্ষেতমজুরদের জয় হয়েছে বলে সি পি এম-এর জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। তিনি আরো জানান, সেণ্ডা ও বীরথম্বা গ্রামের ক্ষেতমজুর ধর্মঘটে অনুপ্রাণিত হয়ে মণ্ডলপুরের ক্ষেতমজুররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট করেন। ফলে তাঁদের মজুরি বৃদ্ধি ঘটে।

প্লাবন-ভাঙন সন্দেশ

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৯ জুলাই—গত শনিবার সুতীর এম এল এ মহঃ সোহরাব রাজ্য সেচমন্ত্রী প্রভাস রায়ের সঙ্গে মহাকরণে সাক্ষাৎ করে জঙ্গিপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ জলমগ্ন এলাকার সমস্যা এবং গঙ্গাভাঙন রোধের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনার সময় সেচ দপ্তরের চীফ ইনজিনীয়ার উপস্থিত ছিলেন। সোমবার এ খবর দিয়ে মহঃ সোহরাব জানিয়েছেন, বর্ষার পরই যাতে গঙ্গা-ভাঙন ও জলমগ্ন এলাকার জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হয়, সেচমন্ত্রী তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও ফরাক্কা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভুঁইফোড় নেতার কাণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ জুলাই—ফরওয়ারড ব্লকের রঘুনাথগঞ্জ শাখার জনৈক ভুঁইফোড় নেতাকে গতকাল রাত্রে দেখা যায় সন্তোষী মা-র প্রতিমা নিয়ে নিরঞ্জন শোভাযাত্রা করতে। অভিযোগ ওই সময় তিনি নাকি মত্ত অবস্থায় একজন রিকসাচালককে প্রচণ্ড মারধোর করেন। মার খেয়ে ওই রিকসাচালক থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রসবেলুড়িয়ায় সন্ত্রাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ জুলাই—সাগরদীঘি থানার রসবেলুড়িয়া গ্রামে সি পি এম কর্মীরা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে 'আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জমিতে চাষাবাদে বাধা দেওয়া হচ্ছে' বলে জানান হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গত জুন মাসে উক্ত গ্রামের একটি জমি সংক্রান্ত মামলায় জঙ্গিপুরের দ্বিতীয় মুনসেফী আদালত জনৈক সুরেন্দ্র মণ্ডলের ওপর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

বর্ষার কারসাজি

আষাঢ়ের শুরুতেই অতিবৃষ্টিতে এইবার জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে। সরকারী হিসাব হইতে জানা গিয়াছে যে এইবার সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হইয়াছে সাগরদীঘি ব্লকের। অতিবৃষ্টির সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে এই ব্লকের ৫০ বর্গমাইল এলাকা প্লাবিত হইয়াছে, ৫৪০টি বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ১৫০টি বাড়ী, প্লাবিত হইয়াছে ০·৫ বর্গমাইল এলাকা। সামসেরগঞ্জ ব্লকে প্লাবিত হইয়াছে ৩ বর্গমাইল এলাকা, ক্ষতি হইয়াছে ১০০টি বাড়ীর। সুতী ১নং ও ফরাক্কা ব্লকে বাড়ীঘরের কোন ক্ষতি হয় নাই, তবে প্লাবিত হইয়াছে যথাক্রমে ৪ ও ০·৫ বর্গমাইল এলাকা। ত্রাণ বাবদ দেওয়া হইয়াছে ৪০০ কুঃ গম ও ৫০টি ত্রিপল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, অতিবৃষ্টিতে বর্ষার শুরুতেই এইবার ক্ষয়ক্ষতি এবং প্লাবনের ঘটনা ঘটিলেও এখন বর্ষার ঘোর ঘন-ঘটার পরিবর্তে শরতের মতন বিচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাতে চাষীদের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় জলের অভাবে বহু জমিতে ফাটল ধরিয়াছে, বীজতলা জ্বলিয়া গিয়াছে। এই নিবন্ধ রচনার সময় সামান্য যে পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন এলাকায় বীজতলা কোনরকমে হয়তো বাঁচিয়াছে। কিন্তু বীজ ও জলের অভাবে অধিকাংশ অঞ্চলেই চাষের কাজ ব্যাহত হইয়াছে। জেলা কৃষি দপ্তরের এই দিকে দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়।

প্লাবনে দুঃখ-দুর্দ্দশা

অরঙ্গাবাদ, ১৯ জুলাই—আহিরণ ও তার আশেপাশের এলাকাগুলো জলমগ্ন হয়ে পড়ায় এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট ও বাড়ীঘর জলে ডুবে গেছে। কিছু মাটির ঘরবাড়ী ধসে পড়েছে। এ অঞ্চলের ধান ও পাট যেভাবে ডুবে গেছে, তাতে ফসলের ভীষণ ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গ্রাম-বাসীদের চলাচলও ভীষণ কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে বলে খবর।

সড়ক অবরোধ

অরঙ্গাবাদ, ১৯ জুলাই—জাতীয় সড়কের অজগরপাড়ায় গত শনিবার সকালে সুতী থানার আহিরণ গ্রামের ভবেশ ঘোষ নামে একজন গ্রামবাসীর একটি গরু চাপা দিয়ে একটি লরি পালিয়ে যায়। প্রতিবাদে ভবেশ ঘোষ দলবল নিয়ে পরবর্তী লরিগুলিকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোঁড়ে। নিক্ষিপ্ত ঢিলে কয়েকটি লরির সামনের কাচ ভেঙে যায় এবং একটি লরির চালক গুরুতরভাবে আহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে লরিচালকরা রাস্তা অবরোধ করেন। সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং জাতীয় সড়কে অচলা-বস্থার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে জঙ্গিপুরের সি আই (পুলিশ) অনিলচন্দ্র চৌধুরী এবং সেকেণ্ড অফিসার শান্তিগোপাল দত্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁরা অপরাধীদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দিলে বিকেল চারটে নাগাদ সড়ক অবরোধ মুক্ত করা হয় এবং যানচলাচল শুরু হয়। খবরটি পুলিশ সূত্রের। সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়েছে, এ ব্যাপারে ৮ জন গ্রামবাসীকে গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুর পুরসভার উন্নয়নে

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৯ জুলাই—ডিপারটমেনট অব লোকাল গভারন-মেনট এ্যাণ্ড আরবান ডেভেলপমেনট ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুর পুরসভার উন্নয়নে প্রায় পৌনে দু'লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। আজ এ খবর দিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে জানিয়েছেন, ধুলিয়ান পুরসভার উন্নয়নে ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর হয়েছে ৭৩,৬৭১ টাকা, জঙ্গিপুর পুরসভার জন্য ৯৯,৭২৩ টাকা। দুটি পুরসভার কাছ থেকে প্রকল্প চাওয়া হয়েছে।

সরকারী সাহায্যের সুপারিশ

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৯ জুলাই—রঘুনাথগঞ্জ থানার বড়শিমুলের মৃত নির্বাচনকর্মী নুরুল ইসলামের স্ত্রীকে বড়শিমুল স্কুলে শিক্ষিকার পদে নিয়োগের আবেদন জানিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে জেলা শাসককে যে চিঠি দিয়েছিলেন, জেলা শাসক অশোক গুপ্ত সুপারিশসহ সেটি ডি পি আই-এর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ এক সাক্ষাৎকারে মীরাদেবী এ খবর দিয়েছেন।

অন্ধকারের বিভীষিকা নেমে এসেছিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আবার বিক্রী করেন (দলিল নং ৫৯৭১) নবাবজায়গীরেরই ফারসুননেসা খাতুনকে। এভাবে তিনি একই জমি দু'বার বিক্রী করে ঠকান দ্বিতীয় পারটিকে। ক্রেতা জমি কেনার পর কমরেড মুখারজির কারসাজি ধরে ফেলে চাপ সৃষ্টি করেন ক্ষতিপূরণের জন্য। কমরেড মুখারজি তখন স্বীয় ভুল স্বীকার করে সমপরিমাণ জমি ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে রাজী হন ১৯৭৩ সালের ২৮ নভেম্বরের কবলামূলে (দলিল নং ৯৮২০)। কিন্তু সেই আপোষনামার পরও তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত জমির দখল পারটিকে না দেওয়ায় জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক ১৪৪ ধারা জারি করেন ১৯৭৪ সালের ১২ নভেম্বর (কেস নং ২১৮-এম/১৯৭৪)।

ম্যাজিষ্ট্রেট রেকরডের অরডার-শীট বলছে: ১৯৭০ সালের ১০৭-এম নম্বর মামলায় ১০৭/১১৭; ধারায় অভিযুক্ত আসামী অনিল মুখারজিসহ চারজনের বিরুদ্ধে পুলিশ রিপোরটে সন্তুষ্ট হয়ে জঙ্গিপুরের তদানীন্তন একজিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট অসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত ১৯৭০ সালের ১ জুলাই লিখেছিলেন: প্রকৃতিতে এরা বেপরোয়া, শান্তিশৃঙ্খলার ব্যাপারে বিপজ্জনক; কাজেই অশান্তি রোখা যাবে না যদি এদের গ্রেপ্তার না করা হয়।

তখন পরিবেশ ছিল একরকম, এখন আর একরকম। সি পি এম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার এখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সি পি এম-এর এই কমরেড সিদ্ধিকালী গ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের নামে অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। নির্বাচনের পর সেই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটেছে জরিমানা ও বহিষ্কারের মাধ্যমে। সে খবর জঙ্গিপুর সংবাদ পাঠকরা আগেই পড়েছেন। এখন খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, নির্বাচনে জিতে কমরেড মুখারজি অঞ্চল প্রধান হবার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই বাসনাকে কেন্দ্র করে গ্রামে ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে মানুষের মনে আশঙ্কা জেগেছে। পারটির ভেতর থেকেও প্রতিবাদ উঠেছে কমরেড মুখারজির সাম্প্রতিক কাজ-কর্মের ব্যাপারে। নির্যাতিত দলীয় ক্ষেতমজুর অভিযোগ করেছেন, 'উচ্চ-বর্ণের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পারটি সদস্যের (কমরেড মুখারজির) পারটিবিরোধী কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়েই আজ তাঁর এই অবস্থা। এখানে ক্ষেতমজুর-আন্দোলনে আঘাত আসতে শুরু হল একদিকে জোতদারদের পক্ষ থেকে, অপরদিকে পারটির মধ্যে থেকে। কমরেড অনিল মুখারজি কুখ্যাত জোতদার পরিবারের সঙ্গে যোগসাজস করে তাদের খাস হয়ে যাওয়া জমি ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বণ্টন না করে নিজেই নাকি ভোগদখল করতে লাগলেন এবং জোতদারকে যথারীতি ভাগও পৌছে দিতে লাগলেন। গ্রামের একটি ক্লাব দখল করে কমরেড মুখারজি রাজনীতি চালাতে লাগলেন। একটি পেটোয়া গুণ্ডাবাহিনী তৈরী হল; এরা গ্রাম্য বিরোধের সালিস বসাতে এবং জরিমানা করতে লাগলো। জরিমানার টাকা থাকলো কমরেড মুখারজির কাছে তথাকথিত সংরক্ষিত তহবিলে। এভাবে কয়েক হাজার টাকা উঠলো। তাঁর কাজ জঙ্গিপুর লোকাল কমিটি অনুমোদন করলো। এই অবস্থা দেখে ওই কর্মী গ্রামের ক্ষেতমজুর সংগঠনের কাজ শুরু করলেন। এই অপরাধে গ্রামের ভলানটিয়ার পারটি থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হল। বলা হল গৃহস্থের বাড়ী কাজে না যেতে। অস্বীকার করায় গ্রামের কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে তাঁকে 'একঘরে' করা হল এবং বাড়ীর চারদিকে কড়া পাহারা বসানো হল, গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করা হল। ৬ জুন তাঁকে প্রহার করে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখা হল। রাতের অন্ধকারে তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করলেন।' অভিযোগে তিনি আরো বলেছেন 'মারকসবাদী হলেও বর্ণবৈষম্য থেকে এ গ্রামের কেউ মুক্ত নন।' জানা গেল, কমরেড মুখারজির বিরুদ্ধে এ অভিযোগ লিখিতভাবে পারটির জেলা অফিসে পাঠানো হতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, সিদ্ধিকালীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সি পি এম-এর জঙ্গিপুর লোকাল কমিটিতে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং ফাটল ধরেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

চোরাই গাঁজা আটক

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ জুলাই—গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ আজ জাতীয় সড়কের গদাইপুরে হানা দিয়ে একটি পরিত্যক্ত এ্যাম-ব্যাসাডার (ডবলু এম এ ৩৮৪০) থেকে প্রায় ৬০ হাজার টাকা মূল্যের ৬৮ পাকেট গাঁজা উদ্ধার ও আটক করে। কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। গাড়ীটি শিলিগুড়ি থেকে চোরাই গাঁজা নিয়ে আসছিল। পথে পুলিশ দেখে পেছন দিকে ঘুরতে গিয়ে সেতুর সঙ্গে ধাক্কা খায়। চালক ও মালিক পালিয়ে যান। তল্লাসি চালিয়ে পলিথিনের মোড়কে ৬৭ প্যাকেট এবং খোলা এক প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গাড়ীটিকে আটক করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, দুটি পৃথক নম্বর গাড়ীর নাম্বার প্লেট ব্যবহার করা হত। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন

জঙ্গিপুর, ১৫ জুলাই—আজ সকালে জঙ্গিপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে। এই উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সাত শতক জায়গার ওপর ভবনটি তৈরীতে খরচ পড়েছে প্রায় এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকা। তার মধ্যে পনের হাজার টাকা স্থানীয় জনসাধারণের, বাকীটা খরচ করেছেন লুথারান ওয়ারলড সারভিস। জায়গাটি অমলাবালা মালাকারের, দান করেছেন প্রিয়বালা মালাকার।

শিক্ষিকা চাই

ডেপুটেশন ভ্যাকানসিতে একজন সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট (ট্রেইণ্ড অগ্রগণ্য) শিক্ষিকা চাই। ২৮।৭।৭৮ তাং বেলা ২ ঘটিকার সময় দরখাস্ত ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য নথিপত্রসহ মির্জাপুর বালিকা বিদ্যালয়ে সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হইতে জানানো যাইতেছে।
—সম্পাদক, মির্জাপুর বালিকা বিদ্যালয়, গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ)।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

কর্মখালি

কানুপুর নবজাগরণ জুনিয়ার হাই স্কুলে অননুমোদিত করণিক পদে ইচ্ছুক প্রার্থীগণের নিকট হইতে আগামী তাং ২৮।৭।৭৮ মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। —সম্পাদক, কানুপুর নবজাগরণ জুনিয়ার হাই স্কুল, পোঃ কানুপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

Wanted a trained graduate in deputation vacancy, completent to teach Sanskrit in top classes. Apply to Secretary, Gobindapur High School, P. O. Kalabagh (Murshidadad) on or before 26. 7. 78.

Wanted a B. Sc. (Bio.) preferably trained, in deputation vacancy for Maldova Pankaj Kumar High School, P. O. Rajanagar, Murshidabad (Pin 742225). Apply to the Secy. within 7 days.

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

বিকো
ইলেকট্রিক মোটর ও
মোটর পাম্পসেট
ডিলার : **ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর**
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

Government of West Bengal
Office of the District Inspector of Schools
Murshidabad
(Primary Education)
Tender No. 1/1978-79/V-Yr-PLAN-BREAD

The undersigned proposes to appoint supplier (Bakeries) for the supply of Bread each weighing 450 gram each-sliced into six equal pieces of 75 gram to the recognised and aided Primary Schools of the six urban (Municipal) areas of this district for the selected 114 days in 1978-79. Tender documents including the detailed tender notice bearing the same No/as above will be available on request from the office of the undersigned on all working days except Saturday from 2 P. M. to 4 P. M. on or before 23-7-78.

Tender will be received against proper receipt upto 12 Noon on 27-7-78 and they will be opened and considered on the same date at 1 P. M. in presence of the tenderers who will remain present at that time.

The tenders should be accompanied with an earnest money deposit as detailed in the tender. The District Inspector of Schools, Murshidabad (Primary Education) takes no responsibility for delay, loss or non receipt of tender documents sent by post and reserves the right of reject or accept any tender or part of tender without assigning reasons thereof.

This tender notice is only for the information of the tenderers. The tender submitted must be governed by the tender documents inclusive of the detailed tender Notice Bearing No. 1/1978/V-Yr-PLAN-BREAD.

Sd/- M. Ghosh
District Inspector of Schools,
Murshidabad
(Primary Education)

Berhampore,
Dated, 11-7-1978

বাধাদানের অভিযোগে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষা চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক পক্ষের সঙ্গে মারপিট বাধে। থানায় অভিযোগ করা হলে পুলিশ গতকাল সকালে পরীক্ষায় বাধাদান ও মারপিটের অভিযোগে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। আর একটি খবরে জানা যায়, আজ সি পি এম সমর্থকরা নাকি কংগ্রেস (ই) সমর্থকদের লাঠিপেটা করেছে।

প্লাবন-ভাঙন সন্দেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে মহঃ সোহরাবের যে যোগযোগ ও পত্রবিনিময় হয়েছে, সেচমন্ত্রীকে তা অবহিত করা হয়। পাগলা নদীতে যে রেগুলেটর বসানো হবে, সেটি যাতে খিদিরপুর—বালিঘাটায় বসানো হয়, তার জন্য সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

ভাঙন, স্পার ঃ সরকারীভাবে সমর্থিত একটি খবরে জানা গেছে, রঘুনাথগঞ্জ দু' নম্বর ব্লকের সখেরদাঁড়া এলাকায় ভাগীরথীতে ভাঙন দেখা দিয়েছে। সুতী ১নং ব্লকের নূরপুরে গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে স্পার তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে।

ভুঁইফোড় নেতার কাণ্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভুঁইফোড় সেই নেতা এসে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিলে পুলিশ অফিসারকে সাসপেণ্ড করিয়ে দেওয়ার এবং মিথ্যা অভিযোগে থানা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। তিনি পুলিশ অফিসারদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, 'এখন আমাদের সরকার, আমরা যা খুসি তাই করবো।'

রঘুবেলুড়িয়ায় সন্ত্রাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নালিশী সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গত ১৬ জুলাই সি পি এম দলের তিনজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের নেতৃত্বে একদল সমর্থক জমির মালিক আনন্দময়ী ঘোষের লাঙ্গল-বলদ জোর-পূর্বক উঠিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন ও আদালতের নির্দেশ অমান্যের কথাও বলা হয়েছে।

শিক্ষক সংগঠনের বিবৃতি

বি পি টি এ, সারা বাঙলা প্রাঃ শিক্ষক সমিতি, প্রাঃ শিঃ কল্যাণ সমিতি, পঃ বঃ প্রাঃ শিঃ সমিতি এবং প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'জেলায় সরকার নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী স্কুলবিহীন গ্রাম নির্বাচনের জন্য ৩০ জুন স্কুল বোরডের এ্যাডহক কমিটির বিশেষ সভা ডাকা হয়। বোরড প্রশাসন স্কুলবিহীন গ্রামের যে তালিকা প্রণয়ন করে পর্ষদের সদস্যদের কাছে বিলি করেন, তা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় ওই তালিকা বাতিল করে সকল সদস্য ত্রুটিবিহীন তালিকা প্রণয়নে একমত হন। নতুন তালিকা প্রণয়নের নিয়ম অনুযায়ী সদস্যরা একটি সাব-কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। সভাপতি স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন এবং সভার সমাপ্তি ঘোষণা না করেই সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। এই ঘটনা সভার সদস্যদের কাছে চরম অমর্যাদা ও অপমানকর। এই অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

জমি জবরদখল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ম্যাজিষ্ট্রেট। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই জমি রঘুনাথজীর দেবোত্তর সম্পত্তি। যে কোন সময় ফেরতের সর্তসাপেক্ষে ১৯১৯ সালে এক চুক্তি বলে গণেশবাবুর পরিবারকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী তাঁরা দীর্ঘ ৬০ বৎসর ওই জমি ভোগ করেন। 'জবরদখলকারী'রা এ বছর সাড়ে সাত বিঘা জমির মধ্যে দু' বিঘা ধান পুঁতে ১৩ জুলাই সবটাই দখল করেন। গতকাল দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয়েছে, জোতদার ও সি পি এম সমর্থকদের যৌথ পরিচালনায় গত ১৩ জুলাই বাড়ালা গ্রামে আট বিঘা জমি জবরদখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

আজ জঙ্গিপুরের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট কলমকুমার পাল এক সাক্ষাৎকারে জানান, চাষ করে ওই জমি দখল নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে—এই মর্মে এক অভিযোগ করে গণেশ চাটার্জি মহকুমা শাসকের কাছে ১৪৪ ধারা জারির জন্য আবেদন করেছেন। সেই আবেদনের ভিত্তিতে কেন ১৪৪ ধারা জারি করা হবে না ২৫ জুলাই আদালতে উপস্থিত হয়ে বিরোধীপক্ষকে তার কারণ দর্শাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক এল আর ও-কে বলা হয়েছে উল্লিখিত জমির ব্যাপারে তদন্ত করে রিপোরট দাখিল করতে।

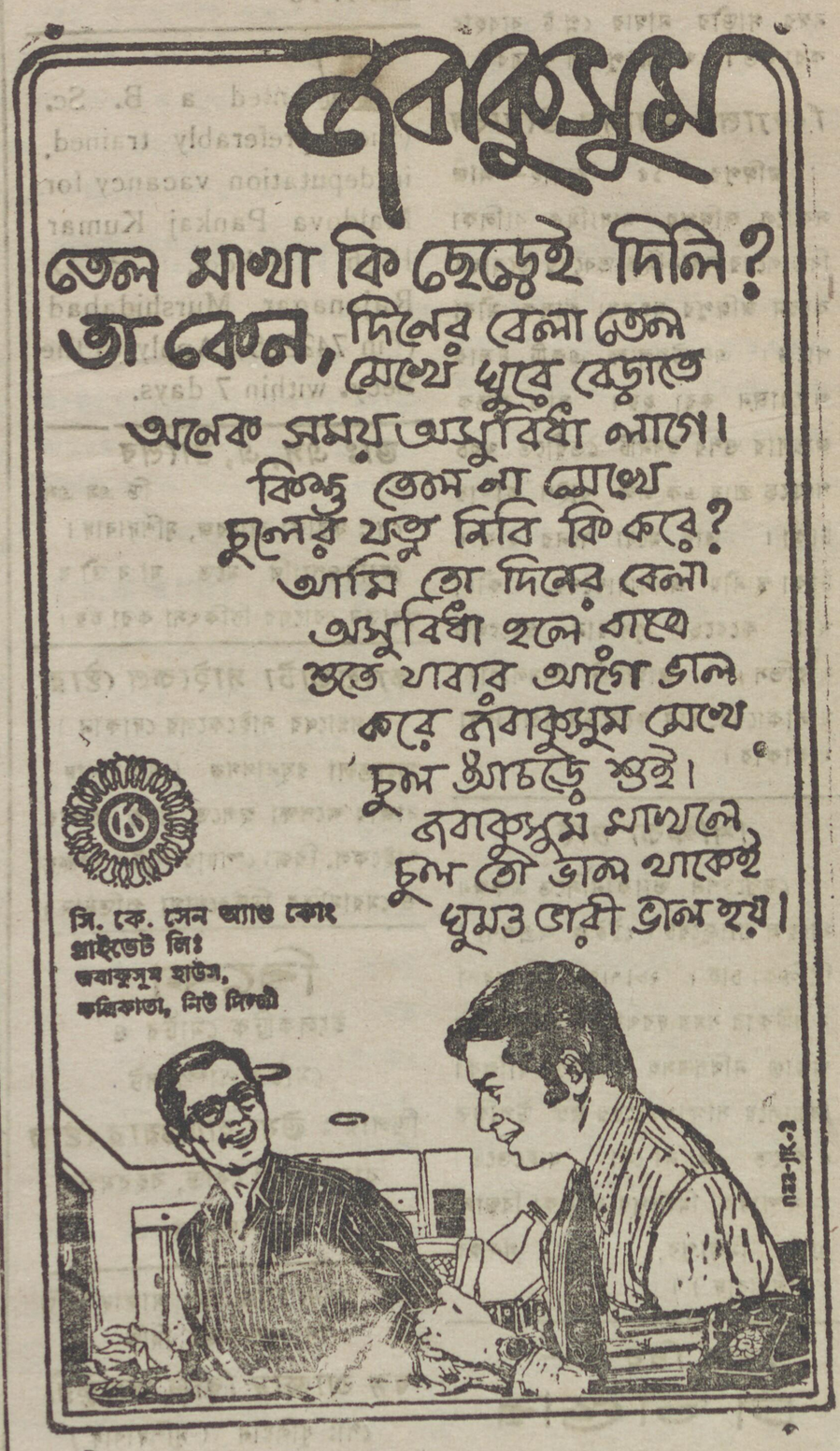

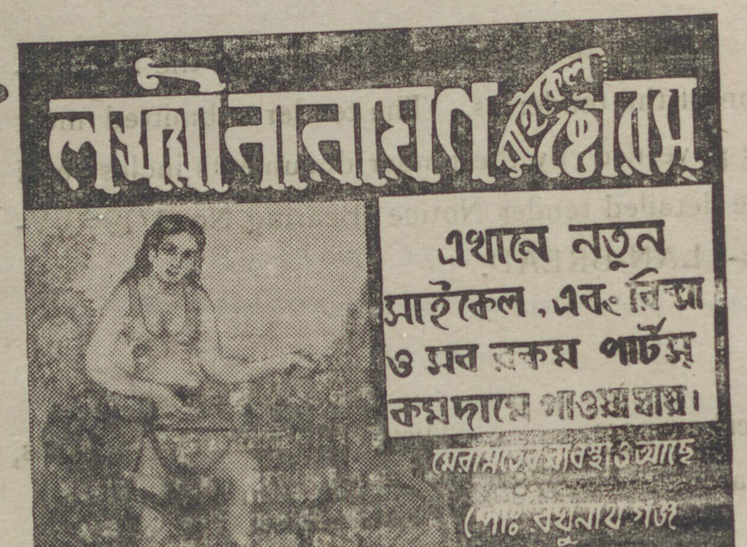

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।